ভাব ও কাজ

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রশ্ন -০১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তুমি স্বপ্নে রাজা হতে পার, কোটি কোটি টাকা, বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে পার। কল্পলোকের সুন্দর গল্পও হতে পার, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন এক জগৎ। এখানে বড় হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শিক্ষার দ্বারা নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সঠিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বড় হতে হবে। সুতরাং কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

(ক) যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচাবেন তাকে কেমন হতে হবে? ১

(খ) লেখক 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন কেন? ২

(গ) উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশক করে তা বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) 'কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক'– মন্তব্যটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

অনুশীলনীর ১নং প্রশ্নের উত্তর :

(ক) যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচাবেন তাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হতে হবে।

(খ) কর্মে শক্তি আনার জন্য লেখক 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন।

কর্মের মাধ্যমে সফলতা মানব জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে। এক্ষেত্রে কর্ম-পরিকল্পনা সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। ভাবের দ্বারা মানুষ এগিয়ে গেলেও কর্মে শক্তি আনার জন্য আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তোলা অপরিহার্য।

(গ) উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে বর্ণিত ভাবের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তি ও বাস্তব উদ্যোগের প্রয়োজনীয় দিকটি নির্দেশ করে।

ভাব ও কাজের পার্থক্য অনেক। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম ভাব ও যথাযথ কাজের সমন্বয়কে বিশ্লেষণ করেছেন।

উদ্দীপকটিতে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ন্যায় ভাবের সাথে কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। শুধু চিন্তা, কল্পনা বা ভাবের দ্বারা কোনো কিছু অর্জন করা যায় না। বাস্তবতার আসল রূপ হলো পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার দ্বারা নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সঠিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বড় হতে হবে। তাই উদ্দীপকের সাথে প্রবন্ধের সামগ্রিকতা মিলে যায়।

(ঘ) জীবনকে কল্পনার জগতে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

ব্যক্তিজীবনকে সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালিত করলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল হওয়ার পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা যায়।

উদ্দীপকে কল্পনা ও ভাবের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। স্বপ্নলোকে মানুষ জীবনকে রঙিনভাবে সাজাতে পারে, জীবন সোনার রূপকাঠি দিয়ে কল্পনার জগতে রাজা হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কল্পনার জগত ও বাস্তবতার দুনিয়া কখনো এক নয়। চরম বাস্তবতার প্রতিটি মুহূর্তে জীবনকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে দেশের স্বার্থে কাজে লাগে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। ভাব ও কল্পনার গুরুত্ব আছে কিন্তু কল্পনা দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। কল্পনার দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে তোলা যায় কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা ছাড়া দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা যায় না। আর সঠিক উদ্যমের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মধ্যেই মনুষ্যত্বের আসল পরিচয় নিহিত। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন -০২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সমাজে এমন অনেক মানুষদের আমরা দেখি যারা কাজের চেয়ে কথা বলেন বেশি। এরা কারণে অকারণে কথা বলেন। নিজে যা না তার চেয়ে বেশি বলেন। ফলে তাদের কথার মধ্যে প্রচুর মিথ্যা কথা চলে আসে। অনেকের ভাব ভঙ্গি দেখে ও চলনে-বলনে মনে হয় এরা সবজান্তা, আসলে এরা মূর্খের অধম।

(ক) কাজ জিনিসটা কাকে রূপ দেয়? ১

(খ) মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হলে তার কোমল জায়গায় ছোঁয়া দেওয়া প্রয়োজন কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের সাথে ভাব ও কাজ প্রবন্ধের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) অনেকের ভাব ভঙ্গি, দেখে ও চলনে- বলনে মনে হয়- এরা সবজান্তা। আসলে এরা মূর্খের অধম- কথাটি উদ্দীপক এবং ভাব ও কাজ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) কাজ জিনিসটা ভাবকে রূপ দেয়।

(খ) কোমল (হৃদয়) জায়গায় স্পর্শ করতে হবে তাহলেই মানুষ দ্রুত জেগে ওঠে এবং তাকে দিয়ে অধিক কাজ করানো যায়।

মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হলে তার কোমল জায়গায় ছোঁয়া দেয়া প্রয়োজন। কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে তার দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না। আমাদের এই ভাব পাগল দেশে এটি খুবই অপরিহার্য।

(গ) উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে বলা হয়েছে জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাদের মধ্যে ভাব বা অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। যিনি এই ভাব বা অনুভূতির সঞ্চার করবেন তাকে অবশ্যই নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হতে হবে। জনগণের এই জাগরণকে সততার সাথে পরিচালন করতে হবে। সাময়িক উত্তেজনার মুখে ত্যাগের অভিনয় করলে জনগণের 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তি পবিত্রতা নষ্ট হবে। লেখক বলেছেন সাপ নিয়ে খেলতে চাইলে দুস্তর মতো সাপুড়ে হতে হবে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে সমাজে এমন মানুষ আছেন যারা কাজের চেয়ে কথা বেশি বলেন। যারা কারণে অকারণে কথা বলেন। নিজে যা না তার চেয়ে বেশি বলেন। এরা প্রচুর মিথ্যে বলেন। নিজেদের সবজান্তা ভাবলেও এরা মূর্খ। আসলে এদের সততা বা সাধুতা নেই। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যারা সমাজকে জাগিয়ে তুলবেন তাদের আবশ্যই ত্যাগী ঋষি হতে হবে। তাই উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) অনেকের ভাব-ভঙ্গি দেখে ও চলনে-বলনে মনে হয়- এরা সবজান্তা। আসলে এরা মূর্খের অধম। উদ্দীপকের এই কথার সমর্থন মেলে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে পাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বহু মানুষের সম্পদ দেশের নামে, কল্যাণের নামে বাজে লোকেরা নিজেদের উদরপূর্ণ করে। এদের কারচুপিতে ঢাকা পড়ে যায় সত্যিকার দেশকর্মী। মুখোশপরা ওই মানুষগুলো সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের খেলো, ঝুটা প্রমাণ করে দেয়। এরা এদের মিথ্যাচার দিয়ে ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে বিষিয়ে তোলে।

উদ্দীপকে সমাজের অসৎ চাপাবাজদের কথা বলা হয়েছে। যারা কারণে অকারণে বেশি কথা বলে, কাজের চেয়ে কথা বেশি বলে। ফলে প্রচুর মিথ্যে কথাও চলে আসে তাদের মুখে। তাদের চলনে-বলনে সবজান্তা মনে হলেও এরা মূর্খ।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে যে অসৎ ও মুখোশপরা শ্রেণির কথা বলা হয়েছে। এরা দেশপ্রেমিক সেজে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আর উদ্দীপকে চাপাবাজ ও মিথ্যাবাদী শ্রেণি সমাজে ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এরা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এরা নিজেদের যতই সজ্জন ও মহাপুরুষ দাবি করেন না কেন লেখকের ভাষায় এরা ভাবের ঘরে চুরি করে।

প্রশ্ন -০৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছাত্রসমাজ শক্তি, ন্যায় ও নতুনত্বের প্রতীক। ছাত্রসমাজকে তাদের সততা ও দক্ষতা দিয়ে যেকোনো কাজে নামালে সে কাজ সফল হয়। আমাদের দেশে অতীতেও এমন ঘটেছে। কিন্তু ছাত্রসমাজের ক্ষমতাকে বিনা কারণে বিপথে ব্যবহার করলে সমাজের বিশেষ উন্নয়ন হয় না। তাই, ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব।

(ক) 'সাম্যবাদী' কার রচিত কাব্যগ্রন্থ? ১

(খ) হঠকারিতার ফলে সৃষ্ট অনুশোচনা ছাত্ররা কেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না? ২

(গ) উদ্দীপকে ছাত্রসমাজের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ছাত্রসমাজের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব।'- উদ্দীপকের এ কথাটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের চেতনারই প্রতিভূ— বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) 'সাম্যবাদী' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্যগ্রন্থ।

(খ) হুজুগে মেতে হঠকারিতার ফলে সৃষ্ট অনুশোচনা ছাত্ররা মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

সৎ সংকল্প ও মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করতে না পারলে তা অকল্যাণই ডেকে আনে। ছাত্রসমাজ সাময়িক উত্তেজনার বশে অনেক সময় হঠকারী কর্মকান্ড করে বসে। এই হঠকারিতার ফলে সৃষ্ট গ্লানি ও অনুশোচনা তারা ভুলতে পারে না।

(গ) উদ্দীপকের ছাত্রসমাজের বৈশিষ্ট্যের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ছাত্রসমাজের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক ছাত্রদের স্পিরিট বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। ছাত্রসমাজ বা যুবসমাজই জাতির প্রাণশক্তি। জাতির আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল যুবকরা যদি নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তবে মুখোশধারী তথাকথিত ত্যাগী ব্যক্তিরা তাদের কাপুরুষের মতো ব্যবহার করে থাকে। ফলে সত্যিকার সত্যের ডাক এলেও সেদিন তারা সাড়া দিতে পারে না।

উদ্দীপকে ছাত্রসমাজের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। তারা শক্তি, ন্যায় ও নতুনত্বের প্রতীক। ছাত্রসমাজকে সততা দক্ষতা দিয়ে কোনো কাজে নামলে তা সফল হয়। অতীতেও ছাত্রসমাজ বড় বড় কাজ করেছে। ছাত্রসমাজের ক্ষমতাকে বিনা কারণে বিপথে ব্যবহার করলে তা সমাজের কোনো উন্নয়ন বয়ে আনে না।

সাময়িক উত্তেজনার বশে হঠকারী কর্মকান্ডে তাদের জড়িত হলে চলবে না। সেটা করলে তাদের ভেতরের স্পিরিট বা আত্মার শক্তি নষ্ট হবে। তাই উদ্দীপক ও প্রবন্ধ উভয় ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের এরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

(ঘ) 'ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চালাতে হলে চাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব' উদ্দীপকের উক্তিটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের চেতনার প্রতিভূ।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে সমাজসচেতন লেখক কাজী নজরুল ইসলাম দেশের প্রাণশক্তি তরুণদের ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তারা অনেক সময় ভাবের বশবর্তী হয়ে হঠকারী কর্মকান্ড করে ফেলে। যার প্রায়শ্চিত্ত তারা নিজেরাই করে। হুড়মুড় করে হুজুগে মেতে তারা যে কাজটা করে তাদের সে ত্যাগ স্থায়ী কোনো ফলাফল বয়ে আনে না। লেখকের মতে, জাতির প্রাণশক্তি তরুণদের পরিচালনার জন্য ত্যাগী নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব প্রয়োজন।

উদ্দীপকেও ছাত্রসমাজকে শান্তি ও ন্যায়ের প্রতীক বলা হয়েছে। সততা, দক্ষতা দিয়ে তাদের কোনো কাজে নামালে সেকাজ সফল হয়। অতীতে ছাত্রসমাজ সেই সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। ছাত্রসমাজের ক্ষমতাকে বিনা কারণে ব্যবহার করলে তা জাতির জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। তা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। তাদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজন প্রাণশক্তিতে ভরপুর নেতৃত্ব।

উদ্দীপক এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ বিবেচনা করলে দেখা যায়, উদ্দীপকের মন্তব্য ও লেখকের মতামত একই সত্যকে ধারণ করে। উদ্দীপকে যুবসমাজকে পরিচালনার জন্য প্রাণশক্তি সম্পন্ন নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষির কথা। যারা যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে।

প্রশ্ন -০৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিষ্ণুপুর গ্রামে করিম নামে এক নেতা গোছের লোক আছে। তিনি সবসময় দলবল নিয়ে চলেন। এই করিম যেকোনো ছলছুতায় মানুষের কাছ থেকে চাঁদা ওঠায়। তার দল কখনো উন্নয়নের কথা বলে, কখনো সমাজ সেবার কথা বলে, কখনো দুর্যোগে সহায়তার কথা বলে। আসলে এরা কখনো অন্যের উপকার করে না। নিজের স্বার্থ হাসিল করে। এদের উৎপাতে সত্যিকার ত্যাগী মানুষগুলো কোনো কাজই করতে পারে না। এদের মতো ত্যাগী মানুষের চাইতে বেশি প্রয়োজন সত্যিকার কর্মী।

(ক) কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? ১

(খ) 'দশচক্রে ভগবান ভূত'- কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের করিমের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'ত্যাগী মানুষের চাইতে বেশি প্রয়োজন সত্যিকার কর্মী।' —'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

(খ) 'দশচক্রে ভগবান ভূত' বলতে দশজনের চক্রান্তে সাধুও অসাধু প্রতিপন্ন হতে পারে- সে কথাই বোঝানো হয়েছে।

যখন কোনো বিষয়ে বহুলোক ষড়যন্ত্র করে তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। দশজন যখন মিথ্যাচার করে তখন মিথ্যাটাই সত্যের মতো প্রচারিত হতে থাকে। তখন দশজনের চক্রান্ত সাধুও অসাধু ব্যক্তিতে প্রতিপন্ন হতে পারে।

(গ) ত্যাগ স্বীকারে অনভ্যস্ত উদ্দীপকের করিমের সাথে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের তথাকথিত কর্মীর মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক মত দিয়েছেন, দেশ ও জাতি গঠনে সত্যিকার কর্মীর প্রয়োজন। সাপ খেলতে গেলে যেমন সামান্য বাঁশি বাজালেই চলে না। তাকে দস্তুরমতো সাপুড়ে হতে হয়। দেশে যদি সত্যিকার কর্মী থাকত তবে কোনো সুবর্ণ সুযোগই মাঠে মারা যেত না। দেশে অনেক ত্যাগী মানুষ আছেন। কিন্তু তারা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য সাধনার অভাবে তাঁরা কোনো ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করতে চান না। কোনো ত্যাগ স্বীকারেও রাজি হন না।

উদ্দীপকের করিম নেতা গোছের লোক। যেকোনো ছলছুতায় মানুষের কাছ থেকে চাঁদা ওঠায় দলবল নিয়ে। উন্নয়ন, সেবা ও সহায়তার কথা বললেও কারো কোনো উপকার করে না। নিজের স্বার্থই শুধু হাসিল করে। এদের উৎপাতে ত্যাগী মানুষেরা কোনো কাজই করতে পারে না। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লোক দেখানো তথাকথিত কর্মীর সাথে তাই উদ্দীপকের করিমের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) আলোচ্য উদ্দীপক ও 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে সত্যিকার কর্মীর প্রয়োজনীয়তার কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে সমাজ সচেতন লেখক কাজী নজরুল ইসলাম একটি সমৃদ্ধ দেশ, সমৃদ্ধ জাতি গঠনে জনগণের মাঝে প্রকৃত ভাব সৃষ্টি ও কর্তব্য কাজের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তার মতে, যারা জনগণের মাঝে ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করতে চান তাঁদের নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হতে হবে। হঠকারী কর্মকান্ডের জন্য অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। দরকার সঠিক নেতৃত্ব। আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলে সত্যিকার কর্মী হিসেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেক্ষেত্রে তিনি যুবকদের প্রতি বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উদ্দীপকের করিম জনগণের উন্নয়ন ও সেবার কথা বলে নিজের আখের গোছায়। অর্থনৈতিক ফায়দা লাভ করে। সে ও তার দলবলের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। তাদের উৎপাতে সত্যিকার ত্যাগী ও কর্মী মানুষ ভালো কোনো কাজই করতে পারে না। অথচ এই ত্যাগী ও সত্যিকার কর্মী মানুষের সমাজে বেশি প্রয়োজন।

উদ্দীপক ও 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি সত্যিকার কল্যাণের জন্য প্রয়োজন সত্যিকার কর্মী। যারা নিস্বার্থভাবে সমাজের কল্যাণ করবে। ব্যক্তিস্বার্থকে কখনো প্রাধান্য দেবে না।

প্রশ্ন -০৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মানুষ বড় হয় তার কর্মের মাধ্যমে। সঠিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে। কর্ম ও নিজস্ব চিন্তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। তাই চিন্তা যদি পরিচ্ছন্ন না হয়; তবে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবুডুবু খেতে হয়। যা তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়া থেকে বিরত রাখে।

(ক) হুজুগ কী? ১

(খ) লোকের কোমল জায়গায় স্পর্শ করে কার্যসিদ্ধি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকটি বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "চিন্তা যদি পরিচ্ছন্ন না হয়; তবে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবুডুবু খেতে হয়"- কথাটি উদ্দীপক এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

(ক) লক্ষ নির্ধারণ না করে সাময়িক কোনো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া গুজবকে হুজুগ বলে।

(খ) লোকের কোমল জায়গায় স্পর্শ করে কার্যসিদ্ধি করা বলতে বোঝায়নো হয়েছে- মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তার চেতনা পরিবর্তনের মাধ্যমে সফলতা সৃষ্টি করা ।

প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা অনুভব আছে। তার নিজস্ব একটা চিন্তা ও চেতনা আছে। ব্যক্তির চিন্তার জায়গাটা তার নিজস্ব একটি কোমল জায়গা। মানুষ কোমল জায়গায় অর্থাৎ তার অনুভূতিকে জাগিয়ে তার মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজে করা যায়।

(গ) উদ্দীপকে ভাব ও কাজ প্রবন্ধে উল্লিখিত সঠিক কর্ম ও চিন্তার মধ্যদিয়ে সাফল্য লাভের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক মানুষের মাঝে ভাবের জাগরণ ঘটিয়ে মহৎকর্ম সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের মনের সঠিক ভাব বা চিন্তা তাকে কল্যাণকর্মী কাজ সম্পাদনে প্রেরণা জোগায়। মানুষের মনের সবচেয়ে কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে মাতিয়ে তুলতে না পারলে তার দ্বারা কোনো কাজ করানো সম্ভব হয় না। ভাবকে তাই কাজের দাস বানিয়ে কাজ সম্পাদন করতে হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে মানুষ বড় হয় তার কাজের মাধ্যমে। সঠিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে। কর্ম ও নিজস্ব চিন্তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। উদ্দীপকের এই দিকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধেও উল্লিখিত হয়েছে। তাই সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত হলো সঠিক চিন্তা ও কর্ম।

(ঘ) 'চিন্তা যদি পরিচ্ছন্ন না হয় তবে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবু-ডুবু খেতে হয়'- কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, ভাব জিনিসটা খুবই ভালো মানুষকে আয়ত্তে আনার জন্য তার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিতে হয়। আবার শুধু ভাব নিয়েই থাকব। লোককে শুধু কথায় জাগিয়ে রাখব। এটি একটা মস্ত বদখেয়াল। ভাবকে কাজের দাসরূপে নিয়োগ করতে না পারলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে না।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে মানুষ বড় হয় কর্মের মাধ্যমে। সঠিক কাজের মাধ্যমে মানুষ কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে। কর্ম ও নিজস্ব চিন্তা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে । তাই চিন্তা পরিচ্ছন্ন না হলে মানুষকে ভাবের সাগরে হাবু-ডুবু খেতে হয়। যা তাকে প্রকৃত মানুষ হওয়া থেকে বিরত রাখে।

উদ্দীপক এবং 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ভাব বা চিন্তার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন বা পরিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ভাব বা চিন্তাটা যদি সঠিক হয় তবে কাজটাও সঠিক হতে বাধ্য। সঠিক কর্মের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ সম্ভব। চিন্তার জগতের পরিচ্ছন্নতা তাই অপরিহার্য।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

০১। কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৮৯৩ খ ১৮৯৫ গ ১৮৯৭ ঘ ১৮৯৯

০২। কাজী নজরুল কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ২১ মে খ ২৩ মে গ ২৫ মে ঘ ২৭ মে

০৩। কাজী নজরুল ইসলামের গ্রামের নাম কী?
ক চুরুলিয়া খ চুরুলিয়া গ আসানলোল ঘ দরিরামপুর

০৪। নজরুল ইসলাম কোন ক্লাসের ছাত্র থাকাবস্থায় প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়?
ক ৭ম খ ৮ম গ ৯ম ঘ ১০ম

০৫। কাজী নজরুল ইসলাম কোন পল্টনের সৈনিক ছিলেন?
ক হিন্দি খ বাঙালি গ তামিল ঘ উর্দু

০৬। 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক সাপ্তাহিক বিজলী খ সাপ্তাহিক দর্শন গ সাধনা ঘ কৃষান

০৭। কার রচনা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জ্বল?
ক কবি কাজী নজরুল ইসলামের খ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ কবি জসীমউদ্‌দীনের ঘ কবি কায়কোবাদের

০৮। কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম কঠিন রোগে আক্রান্ত হন?
ক ৪১ খ ৪৩ গ ৪৫ ঘ ৪৭

০৯। কত খ্রিষ্টাব্দে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনা হয়?
ক ১৯৭১ খ ১৯৭২ গ ১৯৭৩ ঘ ১৯৭৪

১০। কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৪ গ ১৯৭৬ ঘ ১৯৭৮

১১। 'অগ্নিবীণা' কে রচনা করেছেন?
ক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম গ কবি কায়কোবাদ ঘ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১২। 'যুগবাণী' কাজী নজরুল ইসলামের কী ধরনের গ্রন্থ?
ক কবিতা খ নাটক গ গল্পগ্রন্থ ঘ প্রবন্ধ

১৩। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক মৃত্যুক্ষুধা খ ঝিলিমিলি গ চক্রবাক ঘ সর্বহারা

১৪। 'ঝিলিমিলি' কাজী নজরুল ইসলামের কী ধরনের গ্রন্থ?
ক উপন্যাস খ নাটক গ কবিতা ঘ প্রবন্ধ

১৫। কাজী নজরুল ইসলাম তার কাব্যে কোন শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন?
ক ইংরেজি তামিল খ বাংলা হিন্দি গ আরবি-ফারসি ঘ তামিল-উর্দু

১৬। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে—
র. অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ *রর.* অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ *ররর.* সাম্প্রদায়িক চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১৭। কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। কারণ—
র. তিনি সব দেখে চুপ থাকতেন *রর.* তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন *ররর.* অসাম্যের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১৮। কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেছেন—
র. শ্যামা সংগীত *রর.* ইসলামি গান *ররর.* সাম্যের কবিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১৯। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য—
র. বিষের বাঁশি *রর.* সিন্ধু-হিন্দোল *ররর.* আলেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

২০। **ভাব ও কাজের মধ্যে কী পরিমাণ তফাৎ?**
ক আসমান-জমিন সমান খ জমিন সমান গ আকাশের সমান ঘ পৃথিবীর সমান

২১। **কী ভাবকে রূপ দেয়?**
ক ভাব খ কাজ গ স্পৃহা ঘ সৌন্দর্য

২২। **লোককে কথায় মাতাইয়া রাখাটা কবি নজরুলে ইসলামের মতে কী?**
ক ভালো কাজ খ শুভ খেয়াল গ বদখেয়াল ঘ আনন্দের কাজ

২৩। **ভাবের সার্থকতা থাকে না—**
ক ভাবকে কাজের বন্ধু না বানাতে পারিলে খ ভাবকে কাজের শত্রু না বানাতে পারিলে
গ ভাবকে কাজের যম না বানাতে পারিলে ঘ ভাবকে কাজের দাস না বানাতে পারিলে

২৪। **ভাবাবেশ কখন কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়?**
ক লোককে শুধু মাতাইয়া তুললে খ লোককে ঝিমিয়া দিলে
গ লোককে মাতাইয়া গরমাগরম কার্যসিদ্ধি না করিলে ঘ লোককে নিজের মতের বাহিরে নিয়ে গেলে

২৫। **নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি কাকে হতে হবে?**
ক যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে নাচান খ যিনি শুধু ভাব ধরে থাকেন
গ যিনি শুধু সবাইকে নাচান ঘ যিনি শুধু নিজে নাচেন

২৬। **কোথায় ঘা দেওয়া পাপ?**
ক লোকের মাথায় খ লোকের পায়ে গ লোকের হাতে ঘ লোকের অনুভূতিতে

২৭। **অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত হলে কী হয়?**
ক সুফল ফলে খ কুফল ফলে গ সুফল না হয়ে কুফল ফলে ঘ কোনো কিছুই হয় না

২৮। **কখন কাউকে আর জাগানো যায় না?**
ক কেউ ঘুমাইলে খ কেউ জাগিয়া ঘুমাইলে গ কেউ হাসাহাসি করলে ঘ কেউ কান্নাকাটি করলে

২৯। **কার নিদ্রা ঢোল কাঁসি বাজিয়ে ভাঙানো যায় না?**
ক দ্রৌপদীর খ কুম্ভকর্ণের গ যশোদার ঘ সীতার

৩০। **আমরা কী উপায়ে শিখেছি?**
ক পড়িয়া খ লিখিয়া গ বুঝিয়া ঘ ঠেকিয়া

৩১। **অভিনয় করতে গিয়ে কোন জিনিসকে মুখ ভ্যাঙচানো হলো?**
ক হাইরেট খ হাই স্পিরিট গ স্পিরিট ঘ রেট

৩২। **স্পিরিট কী?**
ক আত্মার শক্তি খ গতি গ তেল বিশেষ ঘ তেজ

৩৩। **যুবসমাজ কী মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না?**
ক হঠকারিতা খ হঠকারিতার অনুশোচনা গ ভ্রম ঘ ত্যাগের মহিমা

৩৪। **কার অভাবে সুযোগ মাঝ মাঠে মারা যাচ্ছে?**
ক সমাজকর্মী খ সাপুড়ে গ সত্যিকার কর্মী ঘ সত্যিকার ভাবুক

৩৫। **দেশে কী আছে?**
ক ত্যাগী খ কর্মী গ সাপুড়ে ঘ মহাপুরুষ

৩৬। **তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের কীসের অভাব আছে?**
ক যোগ সাধনার খ সত্য সাধনার গ ত্যাগের ঘ ভোগের

৩৭। **বাজে লোক কী করছে?**
ক নিজের উদরপূর্ণ খ নিজের ভাগ্য ত্যাগ গ নিজের শ্রম ত্যাগ ঘ নিজের শরীর ত্যাগ

৩৮। **কারা সত্যিকার কর্মীদের ঝুট বানায়?**
ক মুখোশ-পরা সৎমানুষেরা খ মুখোশ-পরা মহাপুরুষরা
গ মুখোশ-পরা মহাপুরুষ নামি ভন্ড জ্ঞানীরা ঘ মুখোশ-পরা মহামানবরা

৩৯। **জনসাধারণের মন কেন সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া ওঠে?**
ক মুখোশধারীদের ভন্ডামি বুঝতে না পেরে খ মুখোশধারীদের কষ্ট বুঝতে না পেরে
গ মুখোশধারীদের হট্টগোল বুঝতে না পেরে ঘ মুখোশধারীদের চালাকি বুঝতে না পেরে

৪০। **ভাবকে নিজের দাস বানানো অর্থ হচ্ছে—**
ক ভাবের সাগরে গা ভাসানো খ ভাবের মধ্যে ডুবে থাকা
গ ভাবের অনুগত হওয়া ঘ ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়নের পথে কাজে লাগানো

৪১। **কেন ভাব সাধনা করতে হবে?**
ক কর্মে শক্তি আনতে খ কর্মে জোশ আনতে গ কর্মে বেদনা আনতে ঘ কর্মে অনীহা আনতে

৪২। **কী দেশকে আগাইয়া দেবে?**
ক ব্যক্তিগত গুণ | খ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য | গ ব্যক্তির আচরণ | ঘ ব্যক্তিত্ববোধ

৪৩। **কোমর বেঁধে নামার আগে কী দেখতে হবে?**
ক কাজের লাভ | খ কাজের দোষ | গ কাজের ফল | ঘ কাজের গুণ

৪৪। **উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো দেওয়ালে গা ঘেঁষড়াইলে কী হয়?**
ক চামড়া উঠে | খ জ্ঞান আহরণ হয় | গ লাভ হয় | ঘ মূর্খ হয়

৪৫। **বন্ধন দেওয়াল ভাঙতে হলে কী করতে হবে?**
ক দেওয়াল ঠেলতে হবে | খ ভিত্তিমূলে শাবল মারতে হবে | গ জোরে ঠাক্কা দিতে হবে | ঘ উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো ঘেঁষটাতে হবে

৪৬। **কোথায় চুরি করতে নিষেধ করা হয়েছে?**
ক নিজের ঘরে | খ পরের ঘরে | গ ভাবের ঘরে | ঘ মালিকের ঘরে

৪৭। **কী করলে উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হয় না?**
ক সম্ভাবনা অসম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে কাজে নামলে | খ সম্ভাবনা দেখে কাজে নামলে
গ উৎসাহ নিয়ে কাজে নামলে | ঘ অসম্ভাবনা দেখে কাজে নামলে

৪৮। **কী কাজে মানুষের নিজের অধিকার নাই?**
ক আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করতে | খ আত্মার শক্তি বিলাতে
গ আত্মার শক্তিকে অন্যের অধিকারে দিতে | ঘ আত্মার শক্তিকে শুধু ভোগ করতে

৪৯। **ভাবের ঘরে চুরি করা বলতে বোঝায়—**
র. ভাবকে কাজে পরিণত না করা
রর. ভাবের সাদৃশ্যে কাজ না করা
ররর. ভাবের আবেশ মনে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* | খ *রর* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫০। **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যা করে—**
র. দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায় | *রর.* দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যায় | *ররর.* মুক্তির দিকে নিয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫১। **কবি কাজী নজরুল ইসলাম যার মতো চলতে নিষেধ করেছেন—**
র. অন্ধের মতো কিছু না বুঝে | *রর.* ভেড়ার মতো পিছন ধরে | *ররর.* ঘোড়ার মতো দ্রুত বেগে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* | খ *রর* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫২। **মানুষকে কব্জায় আনা যায় যেভাবে—**
র. মানুষের সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁয়া দিয়ে | *রর.* মানুষকে ভয় দেখিয়ে | *ররর.* মানুষকে মাতিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৩। **মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে—**
র. মানুষের লোভ পূরণের জন্য | *রর.* মানুষের কল্যাণের জন্য | *ররর.* নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৪। **মানুষের উৎসাহ কাদা ঢাকা পড়ে—**
র. মানুষের কল্যাণ কামনা নিয়ে ভাবের বন্যা না থাকা | *রর.* মহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবের আবেগ না থাকা
ররর. নিজের সার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক *র* ও *রর* | খ *রর* ও *ররর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৫ ও ৫৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহমত সাহেব একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তার এলাকার লোকজন সবসময় তার ভয়ে থাকে। কারণ তিনি যাকে তাকে বিপদে ফেলেন। এলাকার উন্নয়নের চেয়ে নিজে ঠাট-বাটে চলতে বেশি পছন্দ করেন। তাই মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে।

৫৫। **রহমত সাহেবের স্বভাব 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কীসের মতো?**
র. ভারের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হওয়ার মতো | *রর.* আত্মারশক্তি জাগিয়ে তোলার মতো
ররর. কান্ডজ্ঞান হারানোর মতো
নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৬। ঠাটবাটে চলার মধ্য দিয়ে যাই প্রকাশ পাক এতে আত্মার উন্নতি হয় না। কারণ—

ক এতে আত্মশক্তির উন্নতি হয় | খ ঠাটবাটে কর্মশক্তির উন্নতি হয়

গ এতে বুদ্ধি লোপ পায় | ঘ এতে মানুষ ভাবের দাসে পরিণত হয়

৫৭। 'আসমান' অর্থ কী?

ক বাতাস | খ জমি | গ আকাশ | ঘ সাগর

৫৮। 'সুবর্ণ' অর্থ হচ্ছে—

ক সোনা | খ রুপা | গ সুন্দর বর্ণ | ঘ তামা

৫৯। 'কান্ডাকান্ড' বলতে কী বোঝায়?

ক বোঝা অবোঝ | খ দোষ-গুণ | গ ভালোমন্দ | ঘ আয়-ব্যয়

৬০। 'প্ররোচনা' অর্থ কী?

ক বুঝানো | খ উসকানি | গ জ্বালা | ঘ গুতা দেওয়া

৬১। 'লা-পরওয়া' বলতে কী বোঝায়?

ক অনুমান করা | খ বুঝতে না পারা | গ গ্রাহ্য না করা | ঘ কথা মতো চলা

৬২। 'সংকল্প' অর্থ কী?

ক জ্ঞান | খ রাগ | গ ক্ষোভ | ঘ শপথ

৬৩। 'ঋষি' শব্দটির অর্থ কী?

ক বটগাছে বসা | খ ঘুমানো ব্যক্তি | গ যোগী | ঘ মুনিব

৬৪। 'মশগুল' শব্দটির অর্থ কী?

ক মগ্ন | খ না বোঝা | গ জানা | ঘ গলে যাওয়া

৬৫। 'উদমো ষাঁড়' বলতে কী বোঝায়?

ক বাঁধা ষাঁড় | খ খোদাই ষাঁড় | গ তেজি ষাঁড় | ঘ বন্ধনমুক্ত ষাঁড়

৬৬। 'অনর্থক' অর্থ কী?

ক নিষ্ফল | খ কাজে আসা | গ অর্থসহ | ঘ অর্থপূর্ণ

৬৭। 'কুম্ভকর্ণ' বলতে কী বোঝায়?

ক যাকে সহজে জাগানো যায় না | খ যে সহজেই ঘুম থেকে উঠে | গ যে বৃদ্ধ ক্ষেত্রে ঘুমায় | ঘ যে কখনো ঘুমায় না

৫৩। ভাব ও কাজের মধ্যে কী আছে?

ক পার্থক্য | খ সাদৃশ্য | গ একই | ঘ মিল

৫৪। শুধু কি দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন সম্ভব নয়?

ক কাজ দিয়ে | খ জোর দিয়ে | গ ভাব দিয়ে | ঘ সাহস দিয়ে

৫৫। কী ছাড়া ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয়?

ক বোধ বুদ্ধি | খ পরিকল্পনাস্পৃহা | গ জ্ঞান-চেতনা | ঘ কাজ-গুণ

৫৬। 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী-কর্মে তৎপর হওয়ার জন্য বলা হয়েছে কেন?

র. দেশের উন্নতি ও মুক্তির জন্য | *রর.* মানুষের চেতনার জন্য | *ররর.* মানুষের কল্যাণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৫৭। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য দরকার—

র. কর্মশক্তি | *রর.* কর্মতৎপরতা | *ররর.* সঠিক উদ্যোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

০১। কাদের বাগানে আম কুড়াতে কালবোশেখি উপেক্ষা করে সবাই ছুটছিল?

ক চাটুয্যেদের | খ মুখুয্যেদের | গ বাড়ুয্যেদের | ঘ গাঙ্গুলিদের

০২। চাঁপাতলীর আমের ব্যাপারে এত আগ্রহের কারণ তা—

র. প্রচুর পাওয়া যায় | *রর.* খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু | *ররর.* নির্বিঘ্নে কুড়ানো যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* খ *রর* | গ *র* ও *রর* | ঘ *ররর*

০৩। লেখকের চমৎকার অর্থে ব্যবহৃত 'দিব্যি' শব্দটি আমরা আর কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি?

ক শপথ খ বিশ্বাস গ সংশয় ঘ অনবরত

নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্কুলের ঝাড়ুদার শচী। পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিষ্কার করতে গিয়ে সে একটি মূল্যবান ঘড়ি পেল। তার লোভ হলো। ভাবল, ঘড়িটা মেয়ের জামাইকে উপহার দেবে। মেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। কিন্তু রাতে ঘুমুতে গিয়ে মনে হলো— এ অন্যায়, অনুচিত। যার ঘড়ি তার মনোকষ্টের কারণে মেয়ের চরম অকল্যাণ হতে পারে। ঘড়িটা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া তার কর্তব্য। সে পরদিন তাই করল।

০৪। শচী 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিভূ?

ক বাদল খ বিধু গ কথক ঘ সিধু

০৫। উল্লিখিত তুলনাটা কোন মানদন্ডে বিচার্য? উভয়েই—

র. ন্যায় ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ *রর.* লোকলজ্জার ভয়ে ভীত *ররর.* অকল্যাণ চিন্তায় তাড়িত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* খ *রর* গ *র* ও *রর* ঘ *রর* ও *ররর*

০৬। 'পড়ে পাওয়া' গল্পটি পাঠ করে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি হবে—

র. নৈতিক চেতনা *রর.* কর্তব্যপরায়ণতা

ররর. সততা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

০৭। দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। –উক্তিটিতে বালকদের চরিত্রের যে দিকটি প্রকাশ পায়—

র. বিবেচনাবোধ *রর.* নৈতিকতাবোধ *ররর.* ঐক্য চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

০৮। বিধুর বাবার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না কেন?

ক বিধুর বুদ্ধিমত্তা দেখে খ ছেলেদের চঞ্চলতা দেখে গ লোকটির কান্না দেখে ঘ গ্রামের মানুষের কর্মতৎপরতা দেখে

০৯। সব বন্ধুর মনের শঙ্কা দূর করল কে?

ক বিধু খ নিধু গ বাদল ঘ তিনু

১০। কার হাতের লেখা ভালো?

ক বিধুর খ তিনুর গ সিধুর ঘ বাদলের

১১। নিধুকে কে ধমক দিয়েছিল?

ক সিধু খ বিধু গ তিনু ঘ বাদল

১২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম—

র. পুরোহিতপুর গ্রামে *রর.* পিত্রালয়ে *ররর.* মাতুলালয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১৩। 'আজ এখানে দুটি ডালভাত খেও'–কাপালিকে বলা এ কথায় রয়েছে–

ক সৌজন্যতা খ সাম্যবাগিতা গ ন্যায়বোধ ঘ স্বজাত্যবোধ

১৪। বালকদলের গুপ্ত মিটিং বসে বাদলদের—

ক চন্ডীমন্ডপে খ নাটমন্দিরের কোণে গ পাশের জামতলায় ঘ বিচুলি গাদার পাশে

১৫। 'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল'– 'পড়ে পাওয়া গল্পে কাপালিকের উক্ত অনুভূতির কারণ কী?

ক বাক্স হারানো খ বন্যায় আশ্রয়হীনতা গ ডাল-ভাতের আমন্ত্রণ ঘ বাক্স ফেরত পাওয়া

১৬। 'হীরামানিক জ্বলে'–কিশোর উপন্যাসটি রচনা করেন কে?

ক সৈয়দ মুজতবা আলী খ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বিপ্রদাশ বড়ুয়া

১৭। ঘুড়ির মাপে কাটা কাগজগুলো কীসের আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছিল?

ক আমের খ কাঁঠালের গ বাবলার ঘ বেলের

১৮। কোন চরের কাপালিরা বন্যার কারণে নিরাশ্রয় হয়ে গেল?

ক মেহেরপুর খ অম্বরপুর গ বিষুবপুর ঘ আজিবপুর

১৯। তেঁতুল গাছের ভূতের ভয় মন থেকে চলে যাওয়ার কারণ কী?

ক সন্দেশ খাওয়ার পরিকল্পনা করায় খ প্রচন্ড শীতের প্রকোপে

গ পড়ে পাওয়া বাক্সের ভাবনায় ব্যস্ত থাকায় ঘ পড়ে পাওয়া বাক্সটি কীভাবে ভাঙতে হবে তাতে ব্যস্ত থাকায়

২০। ভাঙা নাটমন্দিরটি কাদের?

ক বাদলদের খ লেখকদের গ বিধূদের ঘ তিনুদের

২১। 'দিব্যি' শব্দের অর্থ কী?

ক চমৎকার | খ দিব্য | গ নেহায়েত | ঘ আলোকিত

২২। ডাবল টিনের বাক্সে যা থাকে তা হলো—

র. টাকা কড়ি | *ররর.* গুপ্তধন | *ররর.* গহনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* খ *রর* | গ *র* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

নিচের অনুচ্ছেদে পড়ে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্কুল থেকে ফেরার সময় পুতুল রাস্তায় একটি মানিব্যাগ পেল। ফিরে গিয়ে, সে সরাসরি প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা দিল।

২৩। উদ্দীপকের বিষয়বস্তু তোমার পঠিত কোন রচনার প্রতি ইঙ্গিত করে?

ক অতিথির স্মৃতি | খ পড়ে পাওয়া | গ সুখী মানুষ | ঘ তৈলচিত্রের ভূত

২৪। উক্ত রচনায় প্রকাশ পেয়েছে—

র. নৈতিকতাবোধ | *ররর.* জীবনপ্রেমের পরিচয় | *ররর.* মানবিকতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* | খ *র* ও *ররর* | গ *রর* ও *ররর* | ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

২৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক ১৮৯৪ খ ১৮৯৫ গ ১৮৯৬ ঘ ১৮৯৭

২৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক দিনাজপুর খ চব্বিশ পরগনা গ রাজশাহী ঘ খুলনা

২৭। কে দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছেন?
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ প্রমথ চৌধুরী ঘ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন কত সালে?
ক ১৯১০ খ ১৯১২ গ ১৯১৫ ঘ ১৯১৮

২৯। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর কত বছর পর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন?
ক ২০ খ ২২ গ ২৪ ঘ ২৬

৩০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি?
ক মেঘমল্লার খ তৃণাঙ্গুর গ পথের পাঁচালী ঘ স্মৃতির রেখা

৩১। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে কোন উপন্যাসটির নাম যুক্তিযুক্ত?
ক অপরাজিত খ অক্টোপাস গ এলো সে অবেলায় ঘ ইছামতী

৩২। কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা?
ক অচল পদাবলী খ কুহেলিকা গ জীবন কথা ঘ মৌরীফুল

৩৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মারা যান?
ক ১৯২০ খ ১৯৩০ গ ১৯৪০ ঘ ১৯৫০

৩৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায় রচিত সাহিত্যে কোন বিষয় অখন্ড অবিচ্ছিন্ন সত্তায় সমন্বিত হয়েছে?
ক প্রকৃতি ও রাজনীতি খ প্রকৃতি ও মানবজীবন গ মানবজীবন ও রাজরীতি ঘ প্রকৃতি ও সমাজবাস্তবতা

৩৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে আনন্দ খুঁজে পান?
ক সাহিত্য রচনায় খ গান রচনায় গ অভিনয় করে ঘ বই পড়ে

৩৬। নৈতিক চেতনা ছাড়া 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কোন চিত্র ফুটে উঠেছে?
ক পারস্পরিক প্রতিদানের খ দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসার গ পূজা-পার্বণের ঘ সামন্তদের বিলাস-ব্যসনের

৩৭। বিধু, সিধু, নিধু, তিনুদের মধ্যে বয়সে বড় ছিল কে?
ক বিধু খ তিনু গ নিধু ঘ বাদল

৩৮। আকাশের কোন দিকে মেঘের গুড়গুড় আওয়াজ শোনা গেল?
ক পূর্ব খ পশ্চিম গ উত্তর ঘ দক্ষিণ

৩৯। বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে মেঘ ডাকার মানে কী?
ক ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা খ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা গ জলোচ্ছ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা ঘ কালবৈশাখী ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা

৪০। বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে কী আম বিখ্যাত?
ক ফজলি আম খ ল্যাংড়া আম গ চাঁপাতলীর আম ঘ রূপাতলীর আম

৪১। কালবৈশাখীর সময় শিলাবৃষ্টির মতো কী পড়ছিল?
ক জাম খ লিচু গ আম ঘ সফেদা

৪২। 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কীসের ভারে একেকজন নুয়ে পড়ছিল?
ক আম খ কাঁঠাল গ লিচু ঘ জাম

৪৩। লেখক কার সঙ্গে সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ি ফিরছিলেন?
ক তিনু খ বাদল গ নিধু ঘ বিধু

৪৪। লেখক কোন দিকের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন?
ক বাগানের খ নদীর ধারের গ স্কুলের পাশের ঘ মসজিদের পাশের

৪৫। কীসের ভয়ে লেখক ও বাদল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলছিল?

ক পোকা খ ডালের আঘাত গ সাপ ঘ কাঁটা

৪৬। বাদলের পায়ে কী বেঁধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল?

ক একটি টিনের বাক্স খ একটি গাছের ডাল গ একটি পাথর ঘ একটি বাঁশ

৪৭। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা ডাবল টিনের ক্যাশবাক্সে কী রাখে?

ক টাকাকড়ি ও গহনা খ জমির দলিল ও টাকাকড়ি গ দামি কাপড় ও শীতের কাপড় ঘ দামি জিনিস ও পুরনো ছবি

৪৮। টিনের বাক্স হাতে গল্পকথক ও বাদল কোথায় বসে পড়ল?

ক আমতলায় খ কাঁঠালতলায় গ তেঁতুলতলায় ঘ বাঁশতলায়

৪৯। কুড়িয়ে পাওয়া বাক্সটি কোথায় লুকিয়ে রাখা হলো?

ক বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় খ বিধুদের বাড়িতে মাটির নিচে

গ তিনুদের বাড়ির গোয়াল ঘরে ঘ সিধুদের বাড়ির বিচুলিগাদায়

৫০। 'পড়ে পাওয়া' গল্পে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে কোন ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে?

ক গন্ধরাজ খ গোলাপ গ চাঁপাফুল ঘ রজনীগন্ধা

৫১। কোন ডোবায় ব্যাঙ ডাকছিল?

ক রহিমদের ডোবায় খ বাদলদের দিদিমার ডোবায় গ নরহরি বোস্টমের ডোবায় ঘ গ্রামের উত্তর পাড়ের ডোবায়

৫২। কার নির্দেশমতো গুপ্ত মিটিং বসেছিল?

ক বাদল খ সিধু গ তিনু ঘ বিধু

৫৩। বিধু সবাইকে কী কেটে নিয়ে আসার হুকুম দিল?

ক ঘুড়ির মাপে কাগজ খ ঘুড়ির মাপে কলাপাতা গ টেবিলের মাপে কাপড় ঘ বইয়ের মাপে কাগজ

৫৪। বাক্সের মালিককে কোন বাড়িতে খোঁজ করার কথা বলা হয়?

ক মলিণ্ঢক বাড়িতে খ রায় বাড়িতে গ খান বাড়িতে ঘ চৌধুরী বাড়িতে

৫৫। কাগজ তিনটি কীসের আঠা দিয়ে গাছে গাছে মেরে দেয়া হলো?

ক বেলের আঠা খ কাঁঠালের আঠা গ রাবারের আঠা ঘ বটগাছের আঠা

৫৬। নিরাশ্রয় লোকটিকে দু আড়ি ধান কারা ধার দিয়েছিল?

ক বাদলরা খ নিধুরা গ আক্কাসরা ঘ গোয়ালারা

৫৭। নিরাশ্রয় লোকটি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে কী বেচে ফিরছিল?

ক ঢেঁড়স খ কুমড়া গ শাক ঘ পটোল

৫৮। টিনের বাক্সে কত টাকার গহনা ছিল?

ক সাড়ে তিনশ টাকার খ আড়াইশ টাকার গ পাঁচশ টাকার ঘ তিনশ টাকার

৫৯। টিনের বাক্সটিতে পটোল বিক্রির কত টাকা ছিল?

ক ত্রিশ খ চল্লিশ গ পঞ্চাশ ঘ একশত

৬০। টিনের বাক্সটি কী রঙের ছিল?

ক সবুজ খ লাল গ রুপালি ঘ সোনালি

৬১। 'পড়ে পাওয়া' গল্পে সবাই কার সম্পর্কে উকিল হওয়ার ধারণা করত?

ক তিনু খ বাদল গ বিধু ঘ সিধু

৬২। বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছিল কেন?

ক ভ্যাপসা গরম থেকে মুক্তির জন্য খ গায়ের ময়লা পরিষ্কারের জন্য

গ পুকুরে পানি না থাকার জন্য ঘ মাছ ধরার জন্য

৬৩। ঝড়ের সময় বড় বড় আমবাগানের তলাগুলো ছেলেমেয়েদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল কেন?

ক পাতা কুড়ানোর জন্য খ ঝড়ের হাত হতে বাঁচার জন্য গ আম পাড়ার জন্য ঘ আম কুড়ানোর জন্য

৬৪। বাদল ও লেখক সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে পথ ডিঙিয়ে চলছিল কেন?

ক নোনাগাছের ডালে ব্যথা পাবার ভয়ে খ সাঁইবাবলার কাঁটা ফুটবার ভয়ে
গ বড় কোনো পোকার কামড়ের ভয়ে ঘ সাপের কামড়ের ভয়ে

৬৫। লেখক ও বাদল বাক্সটি ভাঙতে অস্বীকৃতি জানাল কেন?

ক বিপদ হবে বলে খ অধর্ম হবে বলে গ বাবা-মা'র বকা শুনবে বলে ঘ গ্রামের লোক চোর বলবে বলে

৬৬। বাদলদের দলের গুপ্ত মিটিং বসল কেন?

ক বাক্সের ভিতরের টাকা সকলকে ভাগ করে দেবার জন্য খ বাক্সের মালিককে খুঁজে পাবার উপায় বের করার জন্য
গ বাক্সের তালাটি ভাঙার উপায় বের করার জন্য ঘ বাক্সের ভেতরের জিনিসগুলো বের করার জন্য

৬৭। বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত কেন?

ক বড় বড় বলে খ অধিক মিষ্টি বলে গ কাঁচামিঠা বলে ঘ প্রচুর পাওয়া যায় বলে

৬৮। লেখকের পিতার কাছে দুজন প্রজা কেন এসেছিল?

ক নালিশ করার জন্য খ হুমকি দেয়ার জন্য গ টাকা নেয়ার জন্য ঘ চাকরির জন্য

৬৯। কাপালি কেন গহনা গড়িয়ে এনেছিল?

ক স্ত্রীকে খুশি করার জন্য খ ছোট মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য গ বড় মেয়েকে দেয়ার জন্য ঘ দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য

৭০। অম্বরপুর চরের কাপালিরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল কেন?

ক ভীষণ বন্যার কারণে খ ঝড়ের কারণে গ অধিক বৃষ্টির কারণে ঘ নদীভাঙনের কারণে

৭১। নিরাশ্রয় লোকটি কথকের বাবার কাছে এসেছিল কেন?

ক চাকরির খোঁজে খ চালের খোঁজে গ সাহায্যের খোঁজে ঘ বাক্সের খোঁজে

৭২। বৈশাখ মাসে দূর পশ্চিম আকাশে ক্ষীণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ শুনে বিধু বুঝতে পারল কালবৈশাখী ঝড় আসবে। এতে তার কোন গুণটি প্রকাশ পায়?

ক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা খ বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতা গ সচেতনতা ও সহনশীলতা ঘ জ্ঞান ও গরিমা

৭৩। দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে বন্ধু মহলে রতনকে সবাই মেনে চলে। রতনের সঙ্গে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক বিধু খ তিনু গ বাদল ঘ সিধু

৭৪। আসলাম ও রাতুল দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে চলার পথে একটি মানিব্যাগ পেল। কিন্তু তারা দুজনই তা মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আসলাম ও রাতুলের চরিত্র 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক নিধু ও সিধু খ নিধু ও তিনু গ লেখক ও বাদল ঘ বিধু ও বাদল

৭৫। বিধু ও তার দল সকলে বাক্সটি ফেরত দেয়ার ব্যাপারে একমত হলো এবং তারা বাক্সের মালিককে খোঁজার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করল। এ আচরণ দ্বারা তাদের কোন গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?

ক নিষ্ঠার খ ঐক্যবদ্ধতার গ দায়িত্বশীলতার ঘ একাগ্রতার

৭৬। বাক্স নিজের বলে দাবি করা লোকটি বিধুকে চৌকিদারের ভয় দেখালেও বিধু তাকে বাক্সটি দিল না। বিধুর এ আচরণ দ্বারা তার কোন গুণের প্রকাশ পায়?

ক কর্তব্যপরায়ণতা খ সাহসিকতা গ চারিত্রিক দৃঢ়তা ঘ বিচক্ষণতা

৭৭। রহমান নামে এক দরিদ্র লোক বন্যায় সর্বহারা হয়ে রসুলপুরের চেয়ারম্যানের কাছে চাকরির খোঁজে গেল। রহমানের সঙ্গে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কার চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক নির্বিষখোলার গোয়ালা খ চৌকিদারের গ বন্যায় সর্বস্বান্ত কাপালির ঘ কালো

মতো রোগা লোকটির

৭৮। বাক্সের মালিককে বাক্সটি হস্তান্তর করে দেয়ার সময় বিধু সাক্ষী হিসেবে সিধু ও তিনুকে নিয়ে আসল। বিধুর এ আচরণের দ্বারা তার কোন গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?

ক তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ ও বুদ্ধিমত্তা খ কর্তব্যপরাণয়তা ও একতা
গ সহনশীলতা ও বিচক্ষণতা ঘ দায়িত্বশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা

৭৯। 'পড়ে পাওয়া' গল্পে লেখক ও বাদলের চরিত্র হতে শিক্ষণীয় বিষয় কী?

ক নিষ্ঠা ও দানশীলতা খ সম্মান ও কর্তব্যপরায়ণতা গ লোভহীনতা ও সততা ঘ ধৈর্যশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতা

৮০। 'পড়ে পাওয়া' গল্পে বিধু চরিত্রটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কী?

ক দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা খ সততা ও নিষ্ঠা
গ সহনশীলতা ও দয়া ঘ ভালোবাসা ও করুণা

৮১। তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে বাদল ও লেখক আশ্রয় নিল কেন?

ক ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য খ ঝড়ের ঝাঁপটা থেকে বাঁচার জন্য
গ শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘ স্কুল পালানোর জন্য

৮২। মনিরা ও প্রিয়া দুজনে রাস্তায় একটি গহনার বাক্স কুড়িয়ে পেলে মনিরা এগুলো বিক্রি করে সুন্দর জামা কেনার প্রস্তাব করল। মনিরার সাথে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক গল্প কথকের খ বাদলের গ তিনুর ঘ সিধুর

৮৩। বাক্সটি পাবার পর লেখক ও বাদল সবার সাথে একত্রিত হয়ে মিটিং করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের এ আচরণের মাধ্যমে কীসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?

ক ঐক্যচেতনার খ পরোপকারিতা গ ধৈর্যশীলতার ঘ কর্মনিষ্ঠার

৮৪। বিচুলি গাদা' বলতে কী বোঝায়?

ক ধানের খড়ের স্তূপ খ কাঠের স্তূপ গ ধানের স্তূপ ঘ আখের খেত

৮৫। 'কাপালি' বলতে কী বোঝায়?

ক জোড় কপালবিশিষ্ট খ তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদায় গ সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় ঘ সমগ্র যোগী সম্প্রদায়

৮৬। হরিনাম সংকীর্তন করে যে জীবিকা অর্জন করে তাকে কী বলে?

ক বৈষ্ণব খ বৈদ্য গ বোষ্টম ঘ কাপালি

৮৭। 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কিশোরদের কাজের মাধ্যমে কোনটির প্রকাশ লক্ষ করা যায়?

ক ঐক্যচেতনা খ ধৈর্যশীলতা গ শৃঙ্খলা ঘ একাগ্রতা

৮৮। 'পড়ে পাওয়া' গল্প বিভূতিভূষণের কোন সময়ের?

ক কর্মজীবনের স্মৃতি খ শৈশব স্মৃতি গ বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি ঘ কৈশোর স্মৃতি

৮৯। 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কিশোরদের কাজের মধ্যে কোন নৈতিক গুণটির প্রকাশ লক্ষণীয়?

ক দায়িত্বশীলতা খ পরিশ্রমপ্রিয়তা গ ধৈর্যশীলতা ঘ পরোপকারিতা

৯০। 'পড়ে পাওয়া' গল্পের লেখকের নাম কী?

ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে যে বিষয়ের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

র. প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য *রর.* গ্রামবাংলার মানুষের জীবনাচরণ *ররর.* হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনাচরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

৯২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কিশোর উপন্যাস হলো—

র. চাঁদের পাহাড় *রর.* পথের পাঁচালী *ররর.* হীরামানিক জ্বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *ররর* খ *র* ও *ররর* গ *ররর* ও *ররর* ঘ *র*, *ররর* ও *ররর*

৯৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস—

র. আরণ্যক *ররর*. ইছামতী *ররর*. তাল নবমী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *ররর* খ *র* ও *ররর* গ *ররর* ও *ররর* ঘ *র*, *ররর* ও *ররর*

৯৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্পগ্রন্থ—

র. তৃণাঙ্কুর *ররর*. মেঘমল্লার

ররর. স্মৃতির রেখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *ররর* খ *র* ও *ররর* গ *ররর* ও *ররর* ঘ *র*, *ররর* ও *ররর*

৯৫। মেঘের আওয়াজ শুনে বিধু নদীর জলে নামতে নিষেধ করল যে কারণে—

র. ঝড় উঠবে বলে *ররর*. আম কুড়াতে যাবে বলে *ররর*. ভয় পেয়েছে বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *ররর* খ *র* ও *ররর* গ *ররর* ও *ররর* ঘ *র*, *ররর* ও *ররর*

৯৬। ঝড় উঠলে বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে ভিড় হয়—

র. আম কুড়ানোর জন্য *ররর*. চাঁপাতলীর মিষ্টি আমের জন্য *ররর*. গাছের তলায় আশ্রয় নেয়ার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *ররর* খ *র* ও *ররর* গ *ররর* ও *ররর* ঘ *র*, *ররর* ও *ররর*

৯৭। 'পড়ে পাওয়া' গল্পে ভীষণ বন্যায় যা ভেসে যেতে দেখা গেল—

র. বড় বড় গাছ *ররর*. দু-একটা গরু *ররর*. খড়ের চালাঘর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *ররর* খ *র* ও *ররর* গ *ররর* ও *ররর* ঘ *র*, *ররর* ও *ররর*

৯৮। বাদল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল—

র. ডবল টিনের ক্যাশবাক্স দেখে *ররর*. বাক্সে টাকাকড়ি থাকতে পারে ভেবে *ররর*. বাক্সে গহনা থাকতে পারে ভেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *ররর* খ *র* ও *ররর* গ *ররর* ও *ররর* ঘ *র*, *ররর* ও *ররর*

৯৯। 'পড়ে পাওয়া' গল্পে বয়োজ্যেষ্ঠরা বিস্মিত ও অভিভূত হয়—

র. কিশোরদের সততা দেখে *ররর*. কিশোরদের নিষ্ঠা দেখে *ররর*. কিশোরদের কর্তব্যবোধ দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *ররর* খ *র* ও *ররর* গ *ররর* ও *ররর* ঘ *র*, *ররর* ও *ররর*

১০০। গল্পকথক বাক্সটি পাবার পরও গরিব মানুষের মনে করে ও অধর্ম হবে ভেবে বাক্সটির তালা ভাঙতে অস্বীকৃতি জানায়। এ আচরণ দ্বারা বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার—

র. সততার *ররর*. ধার্মিকতার *ররর*. নিষ্ঠার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *ররর* খ *র* ও *ররর* গ *ররর* ও *ররর* ঘ *র*, *ররর* ও *ররর*

১০১। 'পড়ে পাওয়া' গল্পটির তাৎপর্য হলো—

র. গল্পটি পড়ার মাধ্যমে সকরে মাঝে জীবপ্রেম জাগ্রত হয় *ররর*. গল্পটি পড়ার মাধ্যমে সবার নৈতিক চেতনার

উন্মেষ হয়

ররর. গল্পটি পড়ার মাধ্যমে সবার সততা ও নিষ্ঠা জাগ্রত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১০২। 'পড়ে পাওয়া' গল্পের বিধুর চরিত্র হতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো—

র. বিচক্ষণতা *রর.* তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ *ররর.* চারিত্রিক দৃঢ়তা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১০৩। 'অপ্রতিভভাবে' বলতে বোঝায়—

র. আশাতীতভাবে *রর.* বিব্রত *ররর.* লজ্জিতভাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১০৪। দিব্যি বলতে বোঝায়—

র. চমৎকার *রর.* আশাতীতভাবে *ররর.* অদ্ভুত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১০৫। 'পড়ে পাওয়া' গল্পটি পাঠের শিক্ষণীয় বিষয়–

র. কর্তব্যপরায়ণতা বৃদ্ধি *রর.* অসাম্প্রদায়িক চেতনার জাগরণ *ররর.* নৈতিক চেতনা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

১০৬। 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল বিষয়বস্তু হলো—

র. কিশোরদের বিচক্ষণতার প্রকাশ *রর.* কিশোরদের দায়িত্ববোধের প্রকাশ *ররর.*কিশোরদের চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৭ ও ১০৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আকাশে অনেকগুলো তারা দেখে মাসুদ তার ছোট বোনকে বলল যে, আজ বৃষ্টি হবে না। মাসুদের ছোট বোন দেখল দুপুরে মেঘ থাকলেও কোনো বৃষ্টি হয়নি।

১০৭। উদ্দীপকের মাসুদের সাথে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন কিশোরের মিল আছে?

ক কথক খ নিধু গ বিধু ঘ বাদল

১০৮। উদ্দীপকের মাসুদ ও 'পড়ে পাওয়া' গল্পের উক্ত কিশোরের মধ্যে যা প্রত্যক্ষ করা যায়—

র. সহানুভূতিশীল *রর.* বুদ্ধিমান *ররর.* প্রতিনিধিত্বকারী ও বিজ্ঞ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৯ ও ১১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনি ও জনি মাঠে ফুটবল খেলার সময় একটি মানিব্যাগ পেল। ব্যাগে অনেক টাকা ছিল। তারা ব্যাগে কোনো ঠিকানা না পেয়ে মাঠের পাশে ব্যাগ পেয়েছে বলে ৫-৬টি সাইনবোর্ড লাগাল ও কাছের থানায় খবরটি জানাল এবং ব্যাগটি আমানত হিসেবে সাবধানে রাখল।

১০৯। মনি ও জনির ঘটনার সঙ্গে 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কাদের ঘটনাটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক লেখক ও বাদলের টিনের বাক্স পাবার ঘটনাটি খ বিধুর কালবৈশাখী ঝড়ের আগাম খবর দেয়ার ঘটনাটি

গ বিধু, তিনু, মিঠু, বাদল সকলের গোপন মিটিং করার ঘটনাটি ঘ বিধুর দলের আম কুড়ানোর ঘটনাটি

১১০। 'পড়ে পাওয়া' গল্পের আলোকে মনি ও জনির আচরণ হতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো—

র. সততা *রর.* দায়িত্বশীলতা *ররর.* কর্তব্যপরায়ণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১১ ও ১১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাজিব ও মামুন একটি যাত্রী ছাউনিতে বসে আছে বাসের জন্য। রাজিব হঠাৎ দেখল তার পেছন দিকে একটি কালো রঙের ব্রিফকেস পড়ে রয়েছে। সে মামুনকে সেটির ভেতর কী আছে দেখতে বলল। কিন্তু মামুন তাকে জানাল যে, এটি করা মোটেও ঠিক হবে না। এটি কোনো দরিদ্র অসহায় লোকেরও হতে পারে। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যেকোনোভাবে হোক ব্রিফকেসের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করে ব্রিফকেসটি ফেরত দেবে।

১১১। উদ্দীপকটি তোমার পঠিত কোন রচনাকে ইঙ্গিত করে?

ক পড়ে পাওয়া খ তৈলচিত্রের ভূত গ মংডুর পথে ঘ অতিথির স্মৃতি

১১২। উদ্দীপক ও উক্ত রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে—

র. সততা *রর.* শৃঙ্খলাবোধ *ররর.* নির্লোভ মানসিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক *র* ও *রর* খ *র* ও *ররর* গ *রর* ও *ররর* ঘ *র*, *রর* ও *ররর*